সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৬
WEEKLY BOOKLET: 386

# বুযুর্গানে দ্বীনের ৪০টি বাণী

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর মোবারক কলমে লিখিত

হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মাযার মোবারক

হযরত বিশর হাফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মাযার মোবারক

সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মাযার মোবারক

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মাযার মোবারক

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# বুযুর্গানে দ্বীনের ৪০টি বাণী

**আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া:** হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি 'বুযুর্গানে দ্বীনের ৪০ টি বাণী' পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রকৃত ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করুন এবং তাকে তার পিতামাতাসহ জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসিব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## প্রথমে এটি পড়ুন

আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে কেরাম হলেন আল্লাহ পাকের অত্যন্ত মকবুল বান্দা। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ইলমে লাদুনি (কোন প্রকার কিতাবাদি পড়া ব্যতীত খোদা প্রদত্ত জ্ঞান) দান করেন। ভক্তি ও আদব সহকারে তাঁদের সাহচর্যে বসা ব্যক্তি দুর্ভাগা থাকে না, বরং এই মহান মনীষীদের কৃপাদৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যেই 'গুনাহগারকে' সুন্নাতের পথে পরিচালিত করে। আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام তাঁদের শিক্ষামূলক উপদেশ ও সুন্নাতে পরিপূর্ণ আদর্শ দ্বারা নেকীর দাওয়াত উপস্থাপন করেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী করেন। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আল্লাহর নেক বান্দাদের ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন বাণী সংকলিত করা হয়েছে এবং এই ৪০টি বাণী 'একজন আল্লাহর ওলী' আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে



www.dawateislami.net

ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিপিবদ্ধ করেছেন। আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ" বিভিন্ন সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের কলম দ্বারা রচিত এই বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীসমূহ বিন্যস্ত করে পুস্তিকা আকারে উপস্থাপন করে আসছে। অধিকাংশ স্থানে বাণীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই বুযুর্গদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও বর্ণনা করা হয়েছে যাতে পাঠক এই বুযুর্গের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পরিচিতিও লাভ করতে পারে। আরও তথ্যের জন্য প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বুযুর্গের জীবনী অথবা তাঁর বাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন গ্রন্থের QR কোর্ডও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এই পুস্তিকায় যারা কাজ করেছে তাদের চেষ্টাকে কবুল করো এবং তা তাদের জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমার মাধ্যম বানিয়ে দিন।

আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে সুদীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং তাঁর ছায়া কল্যাণ ও নিরাপত্তার সাথে আমাদের মাথার উপর সর্বদা কায়েম রাখো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার কল্পনা ও
জান্নাতুল বাকী এবং
বিনা হিসাব ক্ষমার প্রত্যাশী
**আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী**



www.dawateislami.net

## অপমান ও বিষাদ

হযরত লুকমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর বাণী: হে বৎস! ঋণ থেকে বিরত থাকো, কারণ এটি দিনের অপমান ও রাতের বিষাদ।

**(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৬/৫২০)**

হযরত লুকমান হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের একজন মহান ওলী, তাঁর বয়স ছিল ১০০০ বছর। হযরত দাউদ عَلَیۡہِ السَّلَام এর পূর্বে তিনি বনী ইসরাঈলের মুফতি ছিলেন। হযরত দাউদ عَلَیۡہِ السَّلَام যখন নবুওয়তের পদে আসীন হন তখন তিনি ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। তিনি চার হাজার নবীগণের খেদমতে উপস্থিত হোন। (আজায়িবুল কুরআন, পৃষ্ঠা ৩৫৮) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## নীরবতা উত্তম অভ্যাস

কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: অল্প কথা বলা অনেক বড় প্রজ্ঞা, তাই নীরবতা অবলম্বন করো কারণ এটি উত্তম অভ্যাস। এতে বোঝা লাঘব হয় এবং গুনাহ হ্রাস পায়। **(মওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/২২৩, সংখ্যা: ১০৭)**

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদীদের বড় একজন আলেম ছিলেন, তিনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সোনালী যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ফারুকী যুগে ঈমান গ্রহণ করেন। মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফত চলাকালে ৩২ হিজরীতে হিমসে (সিরিয়া) ইন্তেকাল করেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/২৮২)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



www.dawateislami.net

নীরবতার ফযিলত সম্পর্কে আরও জানতে আমীরে আহলে সুন্নাতের পুস্তিকা "নিশ্চুপ শাহজাদা" স্ক্যান করুন।
মৃত্যু সম্বন্ধে আরও জানতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

## পার্থিব বিপর্যয়

হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনে ফেললো তার নিকট পার্থিব বিপর্যয় ও বিষাদ লাঘব হয়ে গেলো। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/১৯৪)**

## রাজাদের উপর উলামায়ে কেরামের রাজত্ব

হযরত আবু আসওয়াদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: জ্ঞানের চেয়ে সম্মানিত আর কিছু নেই। রাজা তার প্রজাদের উপর রাজত্ব করে আর উলামায়ে কেরাম রাজাদের উপর রাজত্ব করেন। **(ইহইয়ায়ুল উলুম, ১/২২)**

হযরত আবু আসওয়াদ দুলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একজন মহান তাবেয়ী বুযুর্গ। মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন লোকদের আরবী ভাষায় ভুল করতে দেখলেন, তখন সংশোধনের মৌলিক নিয়মাবলী বিন্যস্ত করেন এবং হযরত আবুল আসওয়াদ দুলীকে শব্দের তিনটি প্রকারে “ইসম, ফেএল, হরফ” এর সংজ্ঞা লিখে দেন এবং এতে সংযোজন করতে বলেন অতঃপর সেই সংযোজনের সংশোধনও করেন।

**(তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৪৩)**

জ্ঞান ও ওলামায়ে কেরামের ফযিলত এবং অসংখ্য উপকারিতা তথ্য জানতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।



www.dawateislami.net

## বিনয়ী বুযুর্গ

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ী বুযুর্গ ছিলেন। সবাইকে নিজের থেকে উত্তম মনে করতেন, একবার তিনি বলেন: আমি যদি আযাব থেকে রক্ষা পাই তবে আমি ভাল, অন্যথায় কুকুর আমার মতো শত গুনাগারের চেয়ে উত্তম। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৪৩, ১ম খণ্ড, অধ্যায়:১)**

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে তাহনিক (অর্থাৎ মুখে মিষ্টি জাতীয় কিছু) দেন, তিনি মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, রজব শরীফ ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। **(ইজমাল তরজমায়ে ইকমাল, পৃষ্ঠা ১৯)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## শয়তানের দাস

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্বপ্রথম যখন স্বর্ণমুদ্রা ও রূপমুদ্রা প্রস্তুত হল, তখন শয়তান সেগুলো তুলে নিয়ে তার কপালে রাখল, অতঃপর সেগুলোকে চুম্বন করলো এবং বলল: যে তোমাকে ভালবাসবে প্রকৃতপক্ষে সে আমার দাস। **(ইহয়াউল উলুম, ৩/২৮৮)**

## একটা চমৎকার বিষয়

ইমাম বাকির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তোমার ভাইয়ের অন্তরে তোমার কতটা ভালোবাসা রয়েছে যদি তুমি তার অনুমান করতে চাও তাহলে এই



www.dawateislami.net

বিষয় দ্বারা অনুমান করো যে, তোমার ভাইয়ের কতটা ভালবাসা তোমার অন্তরে রয়েছে। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৮, ৩৭৬৪)**

হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর অন্তরের প্রশান্তি, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৌহিত্র ও ইমাম যয়নুল আবেদীনের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহজাদা, কাদেরীয়া, রযবীয়াহ, আত্তারীয়া সিলসিলার পঞ্চম শায়খে শরীয়ত ও শায়খে তরীকত হযরত ইমাম বাকের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। **(মাসালিকুস সালিকীন, ১/২১৩)** তার মাযর শরীফ জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তাঁর সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য এই QR কোডটি স্ক্যান করুন

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যে ব্যক্তি শাবানুল মু'য়াযযমে দৈনিক ৭০০ বার দরূদে পাক পাঠ করবে, আল্লাহ পাক কিছু ফেরেশতা নিয়োগ করবেন, যারা উক্ত দরূদটি নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে দেবেন। ফলে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মা মোবারক আনন্দিত হবে, অতঃপর আল্লাহ পাক সেই ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন, উক্ত দরূদ পাঠকারীর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। **(আল কওলুল বদী, পৃষ্ঠা ৩৯৫)**

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ৮৩ হিজরীর ১৭ রবিউল আউয়াল মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে 'সিদ্দিকী' এবং বাবার পক্ষ থেকে 'আলভী ও ফাতেমী'।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



www.dawateislami.net

তাঁর সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।
ফয়যানে ইমাম জাফর সাদিক

দরূদ পাকের আরো ফযিলত জানতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকাটি এই QR কোড দিয়ে স্ক্যান করে পড়ুন।

## দুনিয়ার জন্য কী উপদেশ?

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক দুনিয়াকে নির্দেশ দিলেন যে, হে দুনিয়া! যে আমার ইবাদত করবে তুমি তার সেবা করো আর যে তোমার সেবা করে তুমি তাকে ক্লান্ত করে দাও।

**(ফয়যানে ইমাম জাফর সাদিক, পৃষ্ঠা ১৯)**

## মন্দ মৃত্যুর কারণ

ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মন্দ মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অত্যাচার করা। **(আল হাভী লিল ফাতাওয়া, ২/১৩৮)**

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম, ইমাম আবু হানীফার নাম নোমান বিন সাবিত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৭০ হিজরীতে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীর শাবানুল মুয়াযযামে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/১৬৯, ২১৯)** আজও বাগদাদের শরীফে তাঁর মাযার শরীফ বরকত বর্ষণ করছে।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
তাঁর সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।
অশ্রুর বারিধারা



www.dawateislami.net

## ভালো আলোচনা করুন

সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার আলোচনা করো ঠিক যেমন তুমি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার আলোচনা করা পছন্দ করেন। **(তাম্বীহুল মুগাতাররীন, পৃষ্ঠা ১৯২)**

হযরত আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস। তিনি ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৯৭ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সময়কার ইমাম ছিলেন। তিনি ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য "আল্লাহ ওয়ালো কী বাতেঁ" কিতাবটি এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

## একশত (১০০) হজ্জের চেয়ে উত্তম

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত রাবী'আহ বলেন: আমার নিকট কোন ব্যক্তিকে নামাযের মাসআলা শিখানো পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ সদকা করার চেয়ে উত্তম এবং কারো ধর্মীয় বিভ্রান্তি দূর করা একশত হজ্জ করার চেয়ে উত্তম। **(বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা ৩৮)**

কোটি কোটি মালিকীদের মহান ইমাম হলেন হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি প্রসিদ্ধ চারজন মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে একজন এবং একজন তবে তাবেয়ী বুযুর্গ। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি ৯৩ হিজরীতে মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনা শরীফেই ইন্তিকাল



www.dawateislami.net

করেন। তার মাযার মোবারক মদীনা শরীফের প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরও তথ্যের জন্য, "ইমাম মালিকের মদীনার প্রেম" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

## কুদৃষ্টির ক্ষতি সমূহ

আলা ইবনে যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মহিলার চাদরের দিকেও তাকিও না। কারণ দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে।

**(আয যুহুদ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, পৃষ্ঠা ২৬৫, হাদীস: ১৪২৮)**

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আলা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফের অধিবাসী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইবাদতের ক্ষেত্রে চাকচিক্য ও লৌকিকতা থেকে বিরত থাকতেন, দুনিয়া বিমুখ, আখেরাতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, নেক আমল সঞ্চয় করতেন এবং নিঃসঙ্গ পছন্দ করতেন। ১৯৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৩৭৩)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## রহমত মুখ ফিরিয়ে নেয়

হযরত হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কোনো বৈঠকে এ তিনটি বিষয় থাকে, তখন তা থেকে রহমত ফিরে যায়: (১) দুনিয়ার আলোচনা (২) অধিক হাসাহাসি করা এবং (৩) মানুষের গীবত দেয়া।

**(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ১৯৪)**



www.dawateislami.net

হযরত হাতেম আসাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলী। হযরত শাকীক বলখীর মুরিদ এবং হযরত আহমদ খাযরাভিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুর্শিদ। হযরত জুনাইদ বাগদাদী তাঁকে সিদ্দিকদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। তিনি অন্যকে প্রচুর পরিমাণে দান করতেন কিন্তু সাধারণত কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না, তিনি ২৩৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২০১)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## মৃত্যুর আনন্দ

শায়খ সারী সাখতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মানুষ যত বেশি তাদের সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, যদি ততটুকু সহানুভূতি তাদের নিজের জীবনের প্রতি করতো (অর্থাৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকতো, নেককাজ করতো), তবে তারা তাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হতো।

**(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২২, সংখ্যা: ১৪৭০৭)**

সিলসিলা আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার মহান ইমাম, হযরত আবুল সারী বিন মুগলিস সাখতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৫৫ হিজরীতে বাগদাদ শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি "সাখত (অর্থাৎ ছোটখাটো এবং ছোট জিনিস)" বিক্রি করতেন। তদনুসারে তাকে "সাখতী" বলা হয়। তিনি হযরত মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুরিদ এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মামা ও শিক্ষক। তিনি ২৫৩ হিজরীতে ফজরের আযানের পর ইন্তেকাল করেন এবং তার পবিত্র মাযার শোনেজিয়ার কবরস্থানে অবস্থিত। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৪৬)**



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর আকর্ষণীয় বাণীসমূহ জানতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন। সাপ্তাহিক পুস্তিকা হযরত সারী সাখতীর বাণী সমগ্র রয়েছে।

## স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি অত্যন্ত মনোযোগ ও অবিচলতার সাথে অধ্যয়ন করাকে স্মৃতিশক্তির জন্য খুবই উপকারী পেয়েছি। **(ফয়যানে ইমাম বুখারী, পৃষ্ঠা ৯)**

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল শুক্রবার (উজবেকিস্তানের একটি শহর) বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর উপাধিগুলির মধ্যে রয়েছে: আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, হাফিযুল হাদীস ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
আরও তথ্যের জন্য, "ফয়যানে ইমাম বুখারী" পুস্তিকাটি স্ক্যান করুন।

## কষ্ট দূর করুন

বিশর হাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করা, নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ শুনা, দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও দুর্বলকে সাহায্য করা শত বছরের হজ্জ অপেক্ষা উত্তম। **(কুতুল কুলুব, ১/১৬৫)**

হযরত বিশার বিন হারিস বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপনাম হলো আবু নাসর। তিনি 'হাফি' নামে পরিচিত। তিনি ১৫২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ



www.dawateislami.net

করেন এবং ২২৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে শুক্রবার বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। **(১৫২ রহমত পূর্ণ কাহিনী, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৫)**

আল্লাহ পাক তাঁর জানাযার সাথে চলা লোকদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## অনিষ্টের চাবিকাঠি

রাগ আসলে নিয়ন্ত্রণ করুন, রাগ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিবেন না। হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ক্রোধ হচ্ছে সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। **(আয যাওয়াজির, ১/১০৭)**

যুগ শ্রেষ্ঠ হযরত ইমাম আবুল আব্বাস জাফর ইবনে মুহাম্মদ মুস্তাগফারী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩৫০ হিজরীতে একটি জ্ঞানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৩২ হিজরীর ২৯ অথবা ৩০ জুমাদাল উলা ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন অনেক বড় আলেম, মুহাদ্দিস, আলেমদের শিক্ষক এবং অসংখ্য কিতাবের লেখক। অসংখ্য আলেম তাঁর কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন। **(আল ফাওয়াদিল বাহিয়া, পৃষ্ঠা ৭৪, ১০৪)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## অসৎ সঙ্গের ক্ষতি

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অসৎ লোকদের সান্নিধ্যে থাকা ব্যক্তি নফসের অনিষ্টের শিকার হয়। যদি বান্দার মধ্যে কল্যাণ ও নেকী থাকে, তবে সে নেককারদের সান্নিধ্যে থাকতে পছন্দ করবে।

**(ফয়যান দাতা আলী হাজভেরী, পৃষ্ঠা ৭০)**



www.dawateislami.net

হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০০ হিজরীতে গজনীতে জন্মগ্রহণ করেন, তার উপনাম আবুল হাসান, তার নাম আলী এবং উপাধি দাতাগঞ্জ বখশ। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তরীকতের শাজারা ৯টি মাধ্যম হয়ে মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুর্তদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছায়।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন ।
ফয়যানে দাতা আলী হাজভেরী

## শবে বরাত হলো শাফায়াতের রজনী

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শবে বরাতকে শাফায়াতের রজনীও বলা হয়, কারণ ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতের পক্ষে সুপারিশ করার আবেদন করলেন, তখন আল্লাহ পাক সকল উম্মতের সুপারিশ মঞ্জুর করলেন। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে আল্লাহর রহমত থেকে উটের মত পলায়ন করল এবং গুনাহের উপর স্থির থেকে নিজেই অনেক দূরে সরে গেল। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৩০৩)**

ইমাম গাজ্জালীর নাম হলো মুহাম্মদ। তিনি ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় বুখারী শরীফ তাঁর বুকে ছিলো, তিনি বারবার তাঁর শিষ্যদের এই সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক উপদেশ দিতে থাকেন: عَلَيْكَ بِالْاِخْلَاصِ একনিষ্ঠতা অবলম্বন কর। এ কথা বলতেই তিনি ১৪ জুমাদাল উখরা ৫০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। **(সিরতুল জিনান, ৩/১৪১)**



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## সকল কল্যাণের উৎস

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমন দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাই সকল গুনাহের মূল, তদ্রূপ জগতের প্রতি ঘৃণাই সকল কল্যাণের মূল।

**(আত তাইসীর বি শরহে জামেউস সগীর, ১/৪৯২)**

## মুসিবতে পড়ো না

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথিত আছে যে, জিহ্বাকে মুক্ত ছেড়ে দিও না, অন্যথায় এটা তোমাদের সম্মানহানি করবে। আর এটাও বলা হয়েছে যে, জিহ্বাকে সংরক্ষণ করো, কথা বলো না, বিপদে পড়ো না। কেননা জিহ্বার উপর বিপদাপদ অর্পণ করা হয়েছে ।

**(মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা ৬৬)**

## আনন্দও মুসিবত

সৈয়দ আহমদ কবীর রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অনেক সুখী মানুষ এমন আছে, যাদের সুখ তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

**(ফয়যান সৈয়দ আহমদ কবীর রিফায়ী, পৃষ্ঠা ২৮)**

তাঁর নাম আহমেদ। পূর্বপুরুষ "রিফা'আ" এর অনুসারে রিফায়ী বলা হয়। তিনি ছিলেন সায়্যিদুশ শুহাদা প্রিয় নবীর নাতি ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বংশধর, তাঁর উপনাম আবুল আব্বাস এবং তাঁর উপাধি মুহিউদ্দিন। তিনি ৫১২ হিজরীর ৫ রজব শরীফ অনুসারে ১ নভেম্বর ১১১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ওফাত শরীফের সময় মুখে জারি ছিল: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

## মিলাদ উদযাপনের দারুণ উপকারিতা

ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ উদযাপনে শয়তান লাঞ্ছিত এবং ঈমানদার শক্তিশালী হয়। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৬৩)**

ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৫১১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যুগে ওয়াজ ও বয়ানের ইমাম ছিলেন, এক গবেষণা অনুযায়ী তার প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা লেখার রুটিন ছিল। তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। (এক লক্ষ হাদীস শরীফ সনদ সহকারে মুখস্তকারীকে হাফিযুল হাদীস বলা হয়) লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে তাওবা করেছে। ৫৯৭ হিজরীর ১৩ রমযান শুক্রবার রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং বাগদাদ শরীফে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযারের পাশে তাকে দাফন করা হয় । **(অশ্রুর বারিধারা, পৃষ্ঠা ১৫, ১৬)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## কুরআন শরীফ দেখার উপকারিতা

খাজা গরীব নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরআনে পাকের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। চোখের ব্যথা থেকে সুরক্ষা থাকে এবং চোখ শুষ্ক হয় না। **(দলীলুল আরিফীন উর্দু, পৃষ্ঠা ৮০)**



www.dawateislami.net

খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৫৩৭ হিজরীর ১৪ রজব শরীফ ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং রজব মাসের ৬ তারিখ ৬৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হাসানী হুসাইনী সৈয়দ। তাঁর সম্মানিতা মা হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চাচাতো বোন, এই সম্পর্ক থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা গরীব নেওয়াজের মামা হন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।
ভয়ানক জাদুকর, কারামতে খাজা

নামায সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন
ফয়যানে নামায

## বাবা ফরিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী সমগ্র

নিজের জিহ্বা ও হাত দিয়ে কাউকে কষ্ট দিও না, কাউকে গালমন্দ করিও না, নিজের বাহ্যিককে রক্ষা কর, চোখ ও জিহ্বা রক্ষা কর এবং সেগুলোকে আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত রাখো, আল্লাহ পাকের স্মরণ অন্তরে বিরাজমান রাখো, যিকির ও তেলাওয়াত দ্বারা সর্বদা নিজের জিব্বাকে সিক্ত রাখো এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে অন্তরকে রক্ষা করো। **(সিরাতে বাবা ফরিদ, পৃষ্ঠা ১৪)**

তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নাম "মাসউদ" এবং "ফরিদ উদ্দিন গঞ্জ শকর" নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর বংশধারা মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি ৫৬৯ বা ৫৭১



www.dawateislami.net

হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ দিনগুলোতে অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি জামেআতে নামায আদায় করতেন। নামাযরত অবস্থায় সেজদায় তাঁর ইন্তেকাল হয়।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

সিরাতে বাবা ফরিদ

## একটি রহমতের বরকত

শায়খ আবু আতাউল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক যার উপর একটি রহমত অবতীর্ণ করেন, সে (রহমত) তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে, তাহলে (দরূদ শরীফ পাঠের কারণে) যার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়, তার কী অবস্থা হবে?

**(মাত্বালিয়ুল মুসিররাত, পৃষ্ঠা ৩০)**

তাঁর নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবু আতাউল্লাহ আল রাশীদি শাফেয়ী। তিনি ৭৬৭ হিজরীর রজব মাসে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেয, অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াতকারী, সৎ চরিত্রের অধিকারী, উদার, চমৎকার মুহাদ্দিস, ফক্বীহ ও খতীব। তিনি ৮৫৪ হিজরীর ১১ রবিউল আউয়াল শুক্রবার দিবাগত রাতে ৮৭ বছর বয়সে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। **(আদ্দোয়ু লামিয়ু, ৮/১০১)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের বরকত পুস্তিকাটি পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন।



www.dawateislami.net

# রিযিক বিতরণ

হযরত আলী খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বস্তুগত রিযিক যা দেহের খাদ্য হয়, তা ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্য এক বর্শা হওয়া উঁচু পর্যন্ত আল্লাহ পাক বিতরণ করেন আর আত্মার খাদ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক খোরাক যা দৃশ্যমান নয় তা আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিতরণ করা হয়।

**(লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়াহ, পৃষ্ঠা ৬৭)**

হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরিফের অর্থ সম্পর্কে এমন অনন্য কথা বলতেন যে, আলেমগণ বিস্মিত হতো। তিনি দক্ষ চিকিৎসকও ছিলেন, যে জিনিস ব্যবহার করতে বলতেন, তাতেই নিরাময় হতো। উলামায়ে কেরাম ও নেককার লোকদের অনেক সম্মান করতেন এবং তাদের দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতেন। প্রতি শুক্রবার তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেন। অন্যের দুঃখ কষ্ট তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিতেন।

**(তাবাকাতুল কুবরা লিস শারানী, ২/২০৫-২০৯)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্মস্থানের বরকত

হযরত আল্লামা কুতুবুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (মক্কা শরীফে অবস্থিত) জন্মস্থানে দোয়া কবুল হয়। **(বালাদুল আমিন, পৃষ্ঠা ২০১)**

তাঁর নাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ নাহরাওয়ালি এবং তার উপনাম কুতুবুদ্দিন। তিনি হানাফী কাদেরী। তিনি ৯১৭ হিজরীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি আলেম, তাফসীরকারক, মুহাদ্দিস এবং লেখক ও গবেষক। তিনি মসজিদুল হারামে ফিকাহ ও



www.dawateislami.net

তাফসীরের দরস দিতেন এবং অতঃপর মক্কার মুফতি নিযুক্ত হন। তিনি ৯৮৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জন্মস্থান সম্বন্ধে আরও এবং আরও তথ্যের জন্য এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

## জশনে বিলাদতের প্রতিদান

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় নবীর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিলাদতের রাতে খুশি উদযাপনকারীর প্রতিদান হলো যে, আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন। **(মা সাবাতা বিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১০২)**

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯৫৮ হিজরীতে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৫২ হিজরীর ২১ রবিউল আউয়াল সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তার মাযার মোবারক খানকায়ে কাদেরীয়া দিল্লিতে অবস্থিত। তিনি কুরআনের হাফিয, ইমামুল মুহাদ্দিসীন ফিল হিন্দ এবং অসংখ্য কিতাবের লেখক এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারী। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আউয়াল, ১৪৪০, পৃষ্ঠা ৪৮)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বসন্তের প্রভাত পুস্তিকা অধ্যয়ন করার উৎসাহ

কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব কিতাবটি অধ্যয়নের প্রতি উৎসাহ



www.dawateislami.net

## ঈমান উদ্দীপক বিষয়

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে মুসলমানের মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার লোভ এবং আগ্রহ থাকবে তার ঈমানের উপর মৃত্যু হবে। **(লুমআতুত তানকীহ, ১/৫৫৯-৫৬০)**

## আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির নিদর্শন

হযরত আব্দুল্লাহ আলাভী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আল্লাহ পাকের রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চণা এবং তাঁর অসন্তুষ্টির লক্ষণ হলো, বান্দা গুনাহে লিপ্ত থাকা। **(রিসালাতুল মাযাকারা মাআল ইখওয়ানিল মুহিববিন মিন আহলিল খায়ের, পৃষ্ঠা ৪৩)**

হযরত হাবিব আব্দুল্লাহ আলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১০৪৪ হিজরীর ৫ সফর শরীফে জন্মগ্রহণ করেন, শৈশব থেকেই তিনি দৃষ্টিশক্তি (অর্থাৎ দেখার শক্তি) থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে "দৃষ্টিশক্তি" দ্বারা ধন্য করেন। তিনি ১১৩২ হিজরীর ৭ যুলকাদাতুল হারাম মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। তার মাযার শরীফ "তারিম" (ইয়েমেন শরীফ) এর কবরস্থানে অবস্থিত।

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর আরও বাণী সমগ্র জানতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন। "ভালো মন্দ আমল" পুস্তিকা।

## সুপারিশ নসিব হবে

হযরত শাহ ফযলে রাসূল বাদায়ুনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দের কারণে শাবানুল মুয়াযমের রোযা



www.dawateislami.net

রাখবে, সে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ লাভ করবে।

**(আল মু'তাকাদ আল মুনতাকাদ, পৃষ্ঠা ১২৯)**

হযরত আল্লামা ফযলে রাসূল কাদেরী বাদায়ুনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আলেম, আহলে সুন্নাতের ইমাম, কাদেরী আস্তানার উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং অসংখ্য কিতাবের লেখক ছিলেন। তিনি ১২১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮৯ হিজরীতে ২ জুমাদাল উখরা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার মোবারক বাদায়ুনে বিখ্যাত। আল মু'তাকাদ ওয়াল মুনতাকাদ, আল বাওয়ারিকুল মুহাম্মাদিয়া, সাইফুল জাব্বার এবং ফাসলুল খাত্তাব তাঁর স্মরণীয় কিতাব। **(আকমলুত তারিখ, পৃষ্ঠা ৬৪, ২৭০-২৮৬)**

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"প্রিয় নবীর মাস" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

## আল্লাহর শত্রু কে?

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে হতভাগ্য সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে অভদ্রভাবে গালমন্দ করে, সে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু, মুসলমান এমন ব্যক্তির সাথে বসবে না। **(সাওয়ানিহে কারবালা, পৃষ্ঠা ৩১)**

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩০০ হিজরীর ২১ সফরুল মুযাফফার অনুযায়ী ১৮৮৩ সালের পহেলা জানুয়ারী সোমবার দিন ভারতের মুরাদাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উঠতে বসতে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْر পাঠ করতেন। মৃত্যুর সময় কালেমা শরীফ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله পড়া শুরু



www.dawateislami.net

করে দেন। ১৯ যিলহজ্জ শরীফ ১৩৬৭ হিজরীতে পৃথিবী থেকে পরলোক গমন করেন, তাঁর মাযার জামেয়া নঈমীয়ায় (মুরাদাবাদ, ভারত) অবস্থিত। আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন

## ধর্মীয় কিতাবের আদব

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরআন ও হাদীস এবং দ্বীনি কিতাবসমূহ সম্পর্কে এরূপ বলা উচিত নয় যে, এটা সেখানে পড়ে আছে, বরং এরূপ বলা উচিত যে, সেখানে রাখা হয়েছে। **(ফয়যানে মুহাদ্দিসে আযম, পৃষ্ঠা ৪৫)**

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩২১ হিজরীর ২৯ জুমাদাল উখরা অনুযায়ী ১৯০৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৩০ বছর যাবত তিনি শিক্ষকতা করার পর ১৩৮২ হিজরীর শাবান শরীফের প্রথম তারিখ অনুযায়ী ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে শুক্র ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাত একটা চল্লিশ মিনিটে এমনভাবে পৃথিবী ত্যাগ করেন যে, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে "আল্লাহু, আল্লাহু" এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিস্তারিত জানতে "ফয়যানে মুহাদ্দিস আযম পাকিস্তান" পুস্তিকাটি অধ্যায়ন করুন।



www.dawateislami.net

## পশুদের প্রতি নির্যাতন

মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পশুপাখির উপর নির্যাতন করা মুসলমানের উপর নির্যাতন করার চেয়েও কঠিন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৮৬)** (মুসলমান হাত দিয়েও নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে পারে, মামলাও করতে পারে, কিন্তু সেই নিপীড়িত পশু কার কাছে ফরিয়াদ করবে?)

হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩১৪ হিজরীর ৪ জুমাদাল উলা অনুযায়ী ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ সুবহে সাদিকের বরকতময় সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯১ হিজরীর ৩ রমযানুল মোবারক অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন, মৃত্যুর পর তাঁর মুখ ফুলের মতো সতেজ ও খোলামেলা ছিল এবং এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল যে, তিনি মারা গেছেন, তাঁর শেষ বিশ্রামের জায়গা গুজরাটে (পাঞ্জাব, পাকিস্তান)।

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিস্তারিত জানতে "ফয়যান মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন।

## কিতাব কবে উপকারী হবে?

হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দ্বীনি কিতাব (হাতে ঝুলিয়ে পথ চলার পরিবর্তে) যখন বুকে লাগানো হয় তখন তা বুকে অবতরণ করবে এবং কিতাব যখন বুক থেকে দূরে রাখা হবে তখন কিতাবও বুক থেকে দূরে সরে যাবে। **(শানে হাফিযে মিল্লাত, পৃষ্ঠা ৬)**



www.dawateislami.net

হাফিযে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩১২ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশে সোমবার ভোরবেলা জন্মগ্রহণ করেন। কুরআন শরীফ এত ভালো করে মুখস্থ করেছিলেন যে, তিনি "বড় হাফিয জী" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের প্রতিটি কাজে সুন্নাতের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি ১৩৯৬ হিজরীর পহেলা জুমাদাল উখরা ১৯৭৬ সালের ৩১ মে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাযার মোবারক জামেয়া আশরাফিয়া মোবারকপুরে অবস্থিত।

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন

## সম্পদের উন্মাদনা

কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সম্পদের উন্মাদনা থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। এতে অনেক দেরিতে জ্ঞান ফিরে।

**(সায়্যিদী কুতুবে মদীনা, পৃষ্ঠা ১৮)**

সায়্যিদী কুতুবে মদীনা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১২৯৪ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলায় ক্লাস ওয়ালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দিক আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধর। ৪ যিলহজ্জ শরীফ ১৪০১ হিজরী (০২-০১-১৯৮১) শুক্রবার দিন মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন যখন اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر বললো তখন সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কালেমা শরীফ পাঠ করে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে



www.dawateislami.net

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরার নূরানী মাযারের শুধুমাত্র দুই গজ দূরত্বে তাকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন

## সুন্নাতের অনুসরণ

(এক বুযুর্গ বলেন:) আমার মতে সুন্নাতের অনুসরণ করা হাজার বছর (নফল) ইবাদতের চেয়ে উত্তম। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা ১০৬)**

## মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হবেনা

মাশায়েখে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসিব হবে। পক্ষান্তরে যে আফিম খায় মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসিব হবে না **(বাহারে শরীয়ত, ১/২৮৮)**



www.dawateislami.net

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

**হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬**

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

**E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net**